সেনা কল্যাণ সংস্থা

কল্যাণ বিভাগ

উৎস

১। সেনা কল্যাণ সংস্থা সরকারীভাবে স্বীকৃত একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। ইহা সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের একটি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, যা সেনাবাহিনী প্রধানের সমন্বয়ে অছি পরিষদ দ্বারা পরিচালিত। সংস্থা কোন সরকারী অথবা ব্যক্তিগত অনুদান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় বিধায় সরকারী বা ব্যক্তিগত মালিকানা হিসেবে পরিগণিত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বৃটিশ-ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রতিটি সৈনিকের নামে প্রতিমাসে ২ (দুই) টাকা হারে জমাকৃত টাকা বৃটিশ সরকারের নিকট হতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা অনুসারে সর্বমোট ৫২,২২,০০০.০০ (বায়ান্ন লক্ষ বাইশ হাজার) টাকার বিনিময়ে মাত্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে ১৯৬৭-৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ফৌজি ফাউন্ডেশন নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সেনা কল্যাণ সংস্থা নামে নামকরণ করা হয়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

২। সেনা কল্যাণ সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো এই সংস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ সুবিধাভোগী ও তাদের পোষ্যদের কল্যাণার্থে ব্যয় করা। সেনা কল্যাণ সংস্থা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও তাদের স্ত্রী, পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যাগণ এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বৃটিশ-ভারত ও পাকিস্তান সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও তাদের পোষ্যগণ সেনা কল্যাণ সংস্থার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ/মৃত পরিবারের সদস্যগণও সংস্থা কর্তৃক দেয় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। তবে শৃংখলাজনিত কারণে সশস্ত্র বাহিনী হতে চাকুরীচ্যুত সদস্যগণ সেনা কল্যাণ সংস্থা হতে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নহে।

সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা।

৩। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং শহীদ/মৃত পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণার্থে সেনা কল্যাণ সংস্থার ব্যবস্থাপনা/অছি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক। শিক্ষামূলক বৃত্তি - ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত।
খ। পেশামূলক বৃত্তি - সকল প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য।
গ। সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক চিকিৎসা সুবিধা।
ঘ। সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ/মৃত সদস্যের অসহায় পত্নীদেরকে দুঃস্থ ভাতা প্রদান।
ঙ। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা প্রদান।
চ। সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিশ্রামাগার।
ছ। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হতদরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা সদস্য/বিধবা পত্নীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করণ।
জ। প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।
ঝ। সিএসআর ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
ঞ। ২৯টি ডিসপেনসারী মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
ট। 'শান্তি নিবাস' (Home of Peace) পরিচালনা।

শিক্ষামূলক বৃত্তি

৪। সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রশাসনিক নীতিমালা অনুযায়ী (Scheme of Administration) সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/ অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণার্থে শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্থার অছি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়ার জন্য শিক্ষামূলক বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া চাকুরীর ক্ষেত্রে যোগ্য করে তোলার জন্য পেশামূলক বৃত্তিও প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র দেশের ভিতরে লেখাপড়া ও কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষামূলক এবং পেশামূলক বৃত্তি প্রদান করা হয়। শিক্ষামূলক বৃত্তি প্রদানের নিয়মাবলী সবিস্তারে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

৫। **নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সেনা কল্যাণ সংস্থার শিক্ষামূলক বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেনঃ**

ক। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, জেসিও, ওআর, এনসি(ই),এমওডিসি এবং তাদের পত্নী, পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যাগণ।

খ। শহীদ/মৃত অফিসার, জেসিও, ওআর, এমওডিসি, এনসি(ই)দের পত্নী, পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যাগণ (আয় করের আওতাভূক্ত নয়)।

গ। সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় জন্ম গ্রহণকারী সন্তানগণ।

ঘ। কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকগণই বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য।

ঙ। আবেদনকারীর পিতা/মাতার বার্ষিক উপার্জনের উর্ধ্বসীমা ৩,০০,০০০/৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ/তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত আয়করমুক্ত আয় স্বয়ংক্রীয়ভাবে অভিভাবকের আয়ের উর্ধ্বসীমা বলে বিবেচিত হবে।

৬। **নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও তাদের পোষ্যগণ বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য নহেঃ**

ক। সশস্ত্র বাহিনী হতে শৃংখলাজনিত কারণে চাকুরীচ্যুত (Dismissed) ব্যক্তিগণ।

খ। প্রাক্তন রিক্রুট।

গ। উপার্জনশীল স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ।

ঘ। একই সাথে একই পরিবারের ০২ (দুই) জনের বেশি সদস্যকে বৃত্তি প্রদান করা হবে না।

ঙ। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক পর্যায়ে জিপিএ ৪.০০ পয়েন্ট অথবা ৭০% এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ৩.০০ অথবা ৬০% এর কম নম্বর পেলে বৃত্তি দেয়া হবে না।

চ। অবসরপ্রাপ্তির পর জন্ম গ্রহনকারী সন্তানগণ বৃত্তি পাবে না।

ছ। একই শ্রেণীতে একাধিকবার বৃত্তি প্রদান করা হবে না এবং একই শিক্ষার্থীকে একই সময়ে ২টি বৃত্তি প্রদান করা হবে না।

জ। বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীগণ বৃত্তি পাবে না।

ঝ। শিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করতে ব্যর্থ হলে বৃত্তি পাবে না।

(প্রাধিকারঃ বিওটি মিটিং ৮৯ তারিখ ২৪ জুলাই ২০১৩)

আবেদনপত্র

৭। সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়, এসকেএস টাওয়ার (১১তম তলা), ৭ ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ অথবা সকল জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড হতে ডিস্চার্জ বহি/অবসরপ্রাপ্তির প্রমাণপত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে বিনামূল্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। নিম্নে আবেদনপত্র দাখিল করার পদ্ধতি উল্লেখ করা হলোঃ

ক। আবেদনপত্রের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ সঠিকভাবে পূরণ করে ৩য় পরিচ্ছেদ পূরণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট দাখিল করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ৩য় পরিচ্ছেদ পূরণ করে জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড/রেকর্ড অফিসে প্রেরণ করবে।

খ। জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের সচিব/অফিসার-ইন-চার্জ রেকর্ডস কর্তৃক ৪র্থ পরিচ্ছেদ পূরণ করে আবেদনপত্র সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণ ডিভিশনে প্রেরণ করবেন।

যাচাই পদ্ধতি।

৮। জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড/অফিসার-ইন-চার্জ রেকর্ডস আবেদনকারীর নিম্নলিখিত দলিলপত্র যাচাই করে ৪র্থ পরিচ্ছেদ পূরণ করবেনঃ

ক। পিতা/স্বামী/নিজের অবসরপ্রাপ্তির ছাড়পত্র অথবা পেনশনের দলিলপত্র।
খ। সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর নামের সঠিকতা নিরূপনের লক্ষ্যে রেকর্ডস কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিবারের তালিকা।
গ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মার্কশীট/উত্তীর্ণপত্র (মার্কশীটে ছাত্র/ছাত্রীর নাম, পিতার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, শ্রেণী ও রোল নং উল্লেখ থাকতে হবে)।
ঘ। সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে।
ঙ। শিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র দরখাস্তের সাথে অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

দ্রষ্টব্যঃ উপরোক্ত তথ্যাদি যাচাই সত্ত্বেও চূড়ান্তভাবে যাচাই করার অধিকার সেনা কল্যাণ সংস্থা প্রধান কার্যালয়ের রয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে মাসিক সাধারণ বৃত্তির হার।

৯। সেনা কল্যাণ সংস্থার অছি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃত্তির হার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রদত্ত বৃত্তির হার নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক। মাধ্যমিক (স্কুল, কারিগরী ও মাদ্রাসা)

			মাসিক হার	বার্ষিক হার
১।	৬ষ্ট-৮ম শ্রেণী (পিইসি'র ফলাফল অনুযায়ী)			
	(ক)	জিপিএ-৫.০০ (এ+)	২৫০.০০	৩,০০০.০০
	(খ)	জিপিএ-৪.০০-৪.৯৯ (এ) অথবা ৭০% নম্বর প্রাপ্ত	২০০.০০	২,৪০০.০০
২।	৯ম-১০ম শ্রেণী (জেএসসি'র ফলাফল অনুযায়ী)			
	(ক)	জিপিএ-৫.০০ (এ+)	৩০০.০০	৩,৬০০.০০
	(খ)	জিপিএ-৪.০০-৪.৯৯ (এ) অথবা ৭০% নম্বর প্রাপ্ত	২৫০.০০	৩,০০০.০০

খ। উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী, মাদ্রাসা ও ডিপ্লোমা (ইঞ্জিনিয়ারিং/নার্সিং/হোমিওপ্যাথিক) ও সমমান (এসএসসি'র ফলাফল অনুযায়ী)

১।	কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, পিটিআই ও লাইব্রেরী বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কম্পাউন্ডারশীপ/সমমান			
	(ক)	জিপিএ-৫.০০ (এ+)	৩৫০.০০	৪,২০০.০০
	(খ)	জিপিএ-৪.০০-৪.৯৯ (এ) অথবা ৭০% নম্বর প্রাপ্ত	৩০০.০০	৩,৬০০.০০

গ। স্নাতক পাস কোর্স (ডিগ্রী লেভেল) ৩ বছর মেয়াদী (এইচএসসি'র ফলাফল অনুযায়ী)

১।	জিপিএ-৫.০০ (এ+)	৪০০.০০	৪,৮০০.০০
২।	জিপিএ-৪.০০-৪.৯৯ (এ) অথবা ৭০% নম্বর প্রাপ্ত	৩৫০.০০	৪,২০০.০০

ঘ। স্নাতক সম্মান (ডিগ্রী অনার্স লেভেল) ৪ বছর মেয়াদী (এইচএসসি'র ফলাফল অনুযায়ী)

১।	জিপিএ-৫.০০ (এ+)	৫০০.০০	৬,০০০.০০
২।	জিপিএ-৪.০০-৪.৯৯ (এ) অথবা ৭০% নম্বর প্রাপ্ত	৪০০.০০	৪,৮০০.০০

ঙ। স্নাতক সম্মান (ডিগ্রী লেভেল) ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিডিএস, হোমিওপ্যাথিক, ভেটেনারী, কৃষি ও সমমান ৪ বছর মেয়াদী (এইচএসসি'র ফলাফল অনুযায়ী)

১।	জিপিএ-৫.০০ (এ+)	৬০০.০০	৭,২০০.০০
২।	জিপিএ-৪.০০-৪.৯৯ (এ) অথবা ৭০% নম্বর প্রাপ্ত	৫০০.০০	৬,০০০.০০

চ। স্নাতকোত্তর (মাষ্টার'স লেভেল) ১/২ বছর মেয়াদী (স্নাতক পর্যায়ের ফলাফল অনুযায়ী)

১।	সিজিপিএ-৩.৫০ হতে ৪.০০ অথবা ৭০% নম্বর প্রাপ্ত (এ+)	৬০০.০০	৭,২০০.০০
২।	সিজিপিএ-৩.০০ হতে ৩.৪৯ অথবা ৬০% নম্বর প্রাপ্ত (এ)	৫০০.০০	৬,০০০.০০

১০। **আবেদনপত্র দাখিলের সময়সীমা**

ক্রমিক	শ্রেণী	আবেদন জমার তারিখ	মন্তব্য
ক।	৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী (মাধ্যমিক)	০১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত	স্কুল, কারিগরি ও মাদ্রাসা পর্যায়
খ।	একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী (উচ্চ মাধ্যমিক)	০১ আগষ্ট হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত	কারিগরি ও মাদ্রাসা পর্যায়
গ।	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (১ম হতে ৫ম বর্ষ)	০১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত	-

১১। **বৃত্তি নবায়ন**।

ক। মাধ্যমিক (স্কুল, কারিগরি ও মাদ্রাসা) পর্যায়। ৭ম শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি নবায়নের জন্য তাদের বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরপত্র/উত্তীর্ণপত্র ৩০ জুন এর মধ্যে সরাসির সেনা কল্যাণ সংস্থায় প্রেরণ করতে হবে।

খ। উচ্চ মাধ্যমিক (কারিগরি ও মাদ্রাসা) পর্যায়। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদিগকে পরবর্তী বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বৃত্তি নবায়নের জন্য নম্বরপত্র/উত্তীর্ণপত্র ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে সরাসির সেনা কল্যাণ সংস্থায় প্রেরণ করতে হবে এবং একাদশ শ্রেণী'তে ভর্তি হওয়ার পর নতুন করে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

গ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদিগকে পরবর্তী বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বৃত্তি নবায়নের জন্য নম্বরপত্র/উত্তীর্ণপত্র ৩০ জুন এর মধ্যে সরাসরি সেনা কল্যাণ সংস্থায় প্রেরণ করতে হবে এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার পর নতুন করে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সকল নম্বরপত্রে/উত্তীর্ণপত্রে সৈনিকের ব্যক্তিগত নম্বর/সেনা নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনপত্র আহ্বান।

১২। বহুল প্রচলিত বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়।

বৃত্তি প্রদান কমিটি।

১৩। সেনা কল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বৃত্তি মঞ্জুরী প্রদান করে থাকেনঃ

ক।	চেয়ারম্যান	-	সভাপতি
খ।	মহাপরিচালক কল্যাণ	-	সদস্য
গ।	তিন বাহিনীর মনোনীত প্রতিনিধিগণ	-	সদস্য
ঘ।	সেনা কল্যাণ সংস্থার উপ-মহাপরিচালক অর্থ	-	সদস্য
ঙ।	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
চ।	বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা অধিদপ্তরের মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
ছ।	সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার্স প্রতিনিধি	-	সদস্য
জ।	সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেসিও'স প্রতিনিধি	-	সদস্য
ঝ।	সেনা কল্যাণ সংস্থার উপ-মহাব্যবস্থাপক কল্যাণ	-	সদস্য সচিব

বৃত্তি মঞ্জুরীর বিজ্ঞপ্তি।

১৪। বৃত্তি প্রদান কমিটি কর্তৃক বৃত্তি মঞ্জুরী চুড়ান্ত হওয়ার পর তা বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকা সমূহে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। বৃত্তি প্রাপ্তদের তালিকা তিন বাহিনীর প্রধানের কার্যালয়সহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড ও সকল জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড সমূহে প্রেরণ করা হয়।

বৃত্তির টাকা প্রদান পদ্ধতি।

১৫। **নিম্নরূপভাবে বৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়।**

ক। সেনা কল্যাণ সংস্থা সকল সাধারণ পর্যায়ের বৃত্তির টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং উৎসাহমূলক বৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা/অভিভাবকের নামে সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ষ্টাইপেন্ড ওয়ারেন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৃত্তিধারী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তির টাকা বিতরণ করে প্রাপ্তি রশিদের উপর সংশ্লিষ্ট বৃত্তিধারীদের স্বাক্ষরান্তে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরাসরি সেনা কল্যাণ সংস্থার কল্যাণ ডিভিশন-এ প্রেরণ করবেন।

খ। মাধ্যমিক পর্যায়ের ষ্টাইপেন্ড ওয়ারেন্ট "অগ্রণী ব্যাংক", আমিন কোর্ট শাখা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ হতে ক্লিয়ারেন্স দেয়া হবে। উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ষ্টাইপেন্ড ওয়ারেন্ট "দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড", সেনা কল্যাণ ভবন শাখা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ হতে ক্লিয়ারেন্স দেয়া হবে।

বৃত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

১৬। যদি বৃত্তি ভোগীর লেখাপড়ার মান, চরিত্র এবং আচরণ সন্তোষজনক না হয় অথবা সে যদি ভুল তথ্যাদি প্রদান করে তাহলে যে কোন সময়ে তার বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে। শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীগণই সেনা কল্যাণ সংস্থার বৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য হবেন।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত যে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম, ওভাররাইটিং, ঘষামাজা, ছেড়া, অসম্পূর্ণ অথবা নির্ধারিত তারিখের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যের সন্তানদের সংস্থা হতে উৎসাহমূলক বৃত্তি (Incentive Stipend) প্রদান

১৭। শিক্ষামূলক বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যের সন্তানদের লেখা-পড়ার মান উন্নয়ন, ভাল ফলাফল অর্জনে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত হারে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়ঃ

ক। পিইসি'র এর ফলাফল অনুযায়ী (সরকার বা শিক্ষা বোর্ড হতে মেধাবৃত্তি প্রাপ্তগণ)

১।	বিশেষ মেধাবৃত্তি (একবার)	৪,০০০.০০
২।	সাধারণ মেধাবৃত্তি (একবার)	৩,০০০.০০

খ। জেএসসি'র এর ফলাফল অনুযায়ী (সরকার বা শিক্ষা বোর্ড হতে মেধাবৃত্তি প্রাপ্তগণ)

১।	বিশেষ মেধাবৃত্তি (একবার)	৬,০০০.০০
২।	সাধারণ মেধাবৃত্তি (একবার)	৪,০০০.০০

গ। এসএসসি'র এর ফলাফল অনুযায়ী (উৎসাহমূলক বৃত্তি)

১।	চতুর্থ বিষয় ব্যতিরেকে জিপিএ ৫.০০ (একবার)	১০,০০০.০০

ঘ। এইচএসসি'র এর ফলাফল অনুযায়ী (উৎসাহমূলক বৃত্তি)

১।	চতুর্থ বিষয় ব্যতিরেকে জিপিএ ৫.০০ (একবার)	১৫,০০০.০০

ঙ। স্নাতক (ডিগ্রী) পর্যায়ের ফলাফল অনুযায়ী (সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণ) -উৎসাহমূলক বৃত্তি

১।	সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে সিজিপিএ ৩.৭৫ অর্জনকারী (একবার)	২০,০০০.০০

চ। স্নাতকোত্তর(মাষ্টার্স ডিগ্রী) পর্যায়ের ফলাফল অনুযায়ী(সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণ)-উৎসাহমূলক বৃত্তি)

১।	সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে সিজিপিএ ৪.০০ অর্জনকারী (একবার)	২৫,০০০.০০

উপরোক্ত সুবিধাসমূহ ২০১৯-২০২০ আর্থিক বৎসর হতে কার্যকরী হয়েছে। উৎসাহমূলক বৃত্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে মার্কশীটের সত্যায়িত ফটোকপি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্রিকার কাটিং, স্কুল, কলেজ ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদানকৃত স্নাতক/ স্নতকোত্তর পর্যায়ের নম্বরপত্র এবং মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (যাতে বিভাগীয় প্রধানের নাম ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকবে), পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/ অবসরপ্রাপ্ত সদস্যের সন্তানের প্রমাণ স্বরূপ পিতার চাকুরী অবসানের প্রত্যয়নপত্রে লিপিবদ্ধ পরিবারের বিবরণ সংক্রান্ত যা রেকর্ডস কর্তৃক স্বাক্ষরিত এর সত্যায়িত ফটোকপিসহ সাদা কাগজে সেনা কল্যাণ সংস্থার মহাপরিচালক (কল্যাণ) বরাবর আবেদন করতে হবে।

প্রাধিকারঃ বিওটি মিটিং ১০৭ তারিখ ০৬ মে ২০১৯।

১৮। **পেশামূলক বৃত্তি**। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তাদের পোষ্যদের কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত দেশের সকল পেশামূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং জার্মান বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, মিরপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, চট্টগ্রাম টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অটোমোটিভ/ইলেকট্রিক্যাল/ওয়েল্ডিং/রেডিও,টিভি,ভিসিআর/জেনারেল মেকানিজ/টার্ণার/প্লাম্বিং/মেকানিক্যাল/ কার্পেন্ট্রী/ সিভিল ড্রাফটিং/ মাষ্টার অব গামেন্টস কোর্স/ফটোগ্রাফী/কুকিং/হোটেল ম্যানেজমেন্ট/কম্পিউটার অপারেটর/টাইপিং ও শর্টহ্যান্ড/দর্জি বিদ্যা/ রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদেরকে সংস্থা হতে পেশামূলক বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত মটর ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল বিলুপ্ত করার প্রেক্ষিতে এর স্থলে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদেরকে পেশামূলক বৃত্তি প্রদান করা হয়। যেহেতু বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনীর পূনর্বাসন পরিদপ্তর কর্তৃক অবসরপূর্ব প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে, সেহেতু শুধুমাত্র বিধবা ও প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের সন্তান সন্ততিদের পেশামূলক প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার সংস্থা হতে বহন করা হয়। উল্লেখ্য যে, কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রসপেক্টারে উল্লেখিত ফি অথবা মাসে সর্বোচ্চ ১৫০.০০ টাকা হারে পুরো শিক্ষাকালের জন্য পেশামূলক বৃত্তি প্রদান করা হয়। পেশামূলক বৃত্তির জন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়

১৯। বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সেনাবাহিনী সদর দপ্তর, এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখা (সমন্বয়), ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং ৩৪১৯/আর/এজি (কর্ড) তারিখ ২০শে জুলাই ১৯৯৫ইং এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনীর নিম্নলিখিত অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের বিধান রয়েছেঃ

ক। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী হতে অক্ষমতার কারণে অবসরপ্রাপ্ত।

খ। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারবৃন্দ এবং তাদের পরিবারবর্গ।

গ। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল অফিসার শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গ।

ঘ। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল জেসিও, এনসিও, ওআর এবং এনসি(ই) শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গ।

ঙ। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেসিও, ওআর এবং এনসি(ই)।

২০। এমতাবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত (পেনশনার) সদস্য এবং শহীদ সদস্যদের পরিবারবর্গ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বিধায় এ সকল সদস্যদেরকে সংস্হা হতে চিকিৎসার জন্য কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে না। তবে যে সকল ক্ষেত্রে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের পক্ষে ব্যয়ভার বহনের নিয়ম নেই, সে সকল ক্ষেত্রে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের বিশেষজ্ঞের মতামত সহ ডিএমএস (আর্মি) এর সুপারিশক্রমে এজি মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থা হতে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের বিবরণ দেয়া হলোঃ

ক। চক্ষুরোগের চিকিৎসা।

খ। কৃত্রিম অংগ-প্রত্যংগ সংযোজন/মেরামত।

গ। বিশেষ রোগের চিকিৎসা।

ঘ। বিদেশে চিকিৎসা।

ঙ। যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা।

চ। জরুরী রোগীর চিকিৎসার জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

২১। **চক্ষু রোগের চিকিৎসা**। সেনা কল্যাণ সংস্থা কেবলমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের মাধ্যমে চক্ষু রোগের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করবে। এ রোগের চিকিৎসার জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সকল সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সমূহকে অগ্রিম প্রদান করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম টাকা দ্বারা সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে হিসাব বিবরণী সহ খরচকৃত টাকার বিল দাখিল করবেন। হাসপাতাল কর্তৃক দাখিলকৃত বিল যাচাই করে সংস্থা পুনরায় খরচকৃত টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। নিম্নে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের নিয়মাবলী উল্লেখ করা হলোঃ

ক। সংস্থার নির্ধারিত আবেদনপত্রের ০১ (এক) কপি পূরণ করে জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড/রেকর্ডের মাধ্যমে সরাসরি সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করবেন।

খ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের আবেদনপত্র অনুযায়ী সংস্থার ব্যয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

গ। যে সকল সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে সংস্থার কোন অগ্রিম দেয়া হয়নি সে সকল হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা করে সংস্থার নির্ধারিত আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে খরচকৃত টাকার বিল দাখিল করলে সংস্থা হতে খরচকৃত টাকা প্রদান করা হয়।

ঘ। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরবরাহকারীদের নিকট হতে দরপত্র সংগ্রহ করে চশমার মূল্য নির্ধারণ পূর্বক ডিলার নিয়োগ করবেন এবং নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে খরচকৃত টাকার বিল দাখিল করবেন।

ঙ। সর্বনিম্ন ১,০০০ (এক হাজার) টাকায় লেন্স পাওয়া যায় বিধায় উচ্চ হারে লেন্স ক্রয় করা হলেও সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থা হতে লেন্স ক্রয় বাবদ এক হাজার টাকার উর্ধ্বে প্রদান করা হয় না।

চ। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ব্যতীত অন্য কেহ চক্ষু রোগের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নহে। এছাড়া চাকুরীচ্যুত সদস্যগণ এ সুবিধা পাবেন না।

ছ। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল হতে চক্ষু রোগের চিকিৎসা সম্ভব না হলে যে কোন সরকারী চক্ষু হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা করে অনুরূপ বিল দাখিল করলে সংস্থা কর্তৃক ব্যয়ভার বহন করা হয়। তবে সিএমএইচ এর চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক রেফার্ড হতে হবে।

জ। অবসরপ্রাপ্তির সনদপত্র প্রদর্শন পূর্বক সকল জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড এবং সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয় হতে এ রোগের চিকিৎসার আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

২২। **কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন/মেরামত**। সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় বা অবসরপ্রাপ্তির পর কোন আকস্মিক দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে অঙ্গ হারালে সেনা কল্যাণ সংস্থার ব্যয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদেরকে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন/মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নে এই সুবিধা প্রদানের নিয়মাবলী উল্লেখ করা হলোঃ

ক। কৃত্রিম অংঙ্গ সংযোজন/মেরামতের জন্য প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর পঙ্গু সদস্যগণ অবসরপ্রাপ্তির সনদপত্র প্রদর্শন পূর্বক জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড অথবা সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয় হতে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

খ। সংস্থার নির্ধারিত আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে কৃত্রিম অংঙ্গ হারানোর প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের মাধ্যমে সেনা কল্যাণ সংস্থার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

গ। প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত পঙ্গু সৈনিকের আবেদনপত্র পাওয়ার পর সেনা কল্যাণ সংস্থার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট পঙ্গু সৈনিকের চাহিদা অনুযায়ী সংস্থার ব্যয়ে কৃত্রিম অঙ্গ সরবরাহের লক্ষ্যে পঙ্গু হাসপাতাল ও পূনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা এবং সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা/সংস্থার মনোনীত অন্যান্য লিম্ব সেন্টার এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ঘ। হাসপাতালের চিকিৎসক কর্তৃক যে সমস্ত ঔষধ বা অন্যান্য আনুসঙ্গিক দ্রব্য সামগ্রী প্রদানের জন্য সুপারিশ করবেন তার যাবতীয় ব্যয়ভার সংস্থা হতে বহন করা হবে।

ঙ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর লিম্বস, Brace (ব্রেস্) ইত্যাদির যাবতীয় ব্যয় সংস্থা বহন করবে।

চ। পঙ্গু সৈনিকদের চলাফেরার সুবিধার্থে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী হুইল চেয়ার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে প্রদান করা হয়।

২৩। <u>বিশেষ রোগের চিকিৎসা</u>। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তাদের পত্নী ও ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত সন্তানদেরকে কিডনী, হৃদরোগ, ক্যান্সার, বহুমূত্র, পক্ষাঘাত এবং জটিল অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল/কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করে সংস্থার নির্ধারিত বিশেষ রোগের চিকিৎসার আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ পূর্বক হাসপাতালের স্বাক্ষরান্তে বিল দাখিল করলে সংস্থা হতে খরচকৃত টাকা প্রদান করা হয়। উল্লেখিত রোগ ব্যতীত অন্য কোন রোগের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা হবে না। নিম্নে নিয়মাবলী উল্লেখ করা হলোঃ

ক। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তাদের পত্নী (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রাধিকৃত চিকিৎসা সুবিধাভোগী ব্যতীত) ও ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত (চাকুরীরত অবস্থায় জন্ম গ্রহনকারী) সন্তানগণ এ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। তবে ১৮ বৎসরের পূর্বে বিবাহ হলে তিনি এ সুবিধা পাবেন না। চাকুরীচ্যুত (Dismissed) সদস্যগণ এ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নহে।

খ। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার (পেনশনার) ও তাদের পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য পদবীর পেনশনারগণ বিনামূল্যে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বিধায় এ সকল সদস্যদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে না। তবে যেক্ষেত্রে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের পক্ষে চিকিৎসা এবং চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের নিয়ম নেই সেক্ষেত্রে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট ডিএমএস এর সুপারিশক্রমে এজি মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংস্থা হতে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

গ। পরীক্ষা/নিরীক্ষার পর কিডনী, হৃদরোগ, ক্যান্সার, বহুমূত্র ও পক্ষাঘাত রোগ চিহ্নিত হলে এবং অন্য কোন কারণে অপারেশনের প্রয়োজন হলেই বিশেষ রোগের আওতায় সংস্থার ব্যয়ে চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন। তবে অবসর গ্রহনের পর গর্ভধারণজনিত কারণে অপারেশন হলেও এই রোগের চিকিৎসার খরচ অত্র সংস্থা কর্তৃক বহন করা হবে না।

ঘ। যে সমস্ত সদস্যগণ উল্লেখিত রোগে আক্রান্ত হবেন তারা সংস্থার নির্ধারিত বিশেষ রোগের চিকিৎসার আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস/জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের মাধ্যমে সরাসরি সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করবেন।

ঙ। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত আবেদনপত্রের উপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা/নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

চ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর চিকিৎসার জন্য অগ্রিম গ্রহণের প্রয়োজন হলে সংস্থার নির্ধারিত বিশেষ রোগের চিকিৎসার আবেদনপত্রের উপর সম্ভাব্য খরচের বিবরণী উল্লেখ পূর্বক স্বাক্ষরান্তে অগ্রিম চেয়ে সেনা কল্যাণ সংস্থায় প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিবরণ প্রেরণ করবেন। তবে বহিঃবিভাগে চিকিৎসার জন্য অগ্রিম প্রদান করা হবে না।

ছ। সেনা কল্যাণ সংস্থা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসার জন্য অগ্রিম প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

জ। সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম টাকার মাধ্যমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্পন্ন করে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে অগ্রিম সমন্বয়ের লক্ষ্যে হিসাব বিবরণীসহ খরচকৃত টাকার বিল দাখিল করবেন। তবে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে চিকিৎসা না হলে প্রদত্ত অগ্রিম টাকা ফেরত প্রদান করতে হবে।

ঝ। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল বা অন্য (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল কর্তৃক রেফার্ডকৃত) কোন সরকারী হাসপাতালের মাধ্যমে বিশেষ রোগের আওতাভূক্ত রোগের কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করে সংস্থার নির্ধারিত বিশেষ রোগের চিকিৎসার আবেদনপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ খরচকৃত টাকার বিল দাখিল করলে বিলের সঠিকতায় খরচকৃত টাকা প্রদান করা হয়।

ঞ। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত জেসিও/ওআর এবং তাদের পত্নী ও ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত (চাকুরীরত অবস্থায় জন্মগ্রহনকারী) সন্তানগণ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল হতে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নহে বিধায় সংস্থা হতে চিকিৎসার খরচ প্রদান করা হবে। জন্ম তারিখ নির্ধারনের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করতে হবে।

ট। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের পক্ষে চিকিৎসা সম্ভব না হলে দেশের অন্য যে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব হবে তা নির্ণয় করে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করতে পারবেন।

ঠ। বিলের সাথে সকল নথিপত্র যেমন- ক্যাশমেমো, ব্যবস্থাপত্র, হাসপাতালে ভর্তি/ত্যাগের ছাড়পত্র এবং পরীক্ষা/নিরীক্ষার নথিপত্রের মূলকপি দাখিল করতে হবে। ফটোষ্ট্যাট কপিতে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের চিকিৎসক কর্তৃক সত্যায়িত হলে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে ক্যাশমেমোর ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়া ক্যাশমেমোর উপর চিকিৎসা প্রদানকারী হাসপাতালের চিকিৎসক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। প্যাডে বা সাদা কাগজের উপর সীলকৃত ক্যাশমেমো গ্রহণযোগ্য হবে না।

ড। সন্তানদের বয়সের সঠিকতা নিরুপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিবারের তালিকা সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া বিলের সাথে অবসরপ্রাপ্তির সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

ঢ। চিকিৎসার জন্য অনুমোদিত টাকা পরিশোধের নিমিত্তে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রেরন করা হবে।

ণ। চিকিৎসার জন্য কোন প্রকার যাতায়াত ভাড়া প্রদান করা হবে না।

ত। কিডনী সংযোজনের জন্য কিডনীর মূল্য এবং হেমোডায়ালাইসিস এর ব্যয়ভার বহন করা হবে না। শুধুমাত্র কিডনী সংযোজনের জন্য চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা হবে।

থ। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে অবস্থান বাবদ ব্যয়, রক্তের মূল্য এবং হাসপাতালে ভর্তির পূর্বে ও পরে চিকিৎসার খরচ প্রদান করা হবে না।

দ। প্রাইভেট হাসপাতাল/ক্লিনিক/প্রাইভেট চেম্বারে নিয়োজিত চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা করে বিল দাখিল করলে খরচকৃত টাকা পরিশোধ করা হবে না।

ধ। হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য বাল্ব এবং পেসমেকার সংযোজনের ব্যয়ভার বহন করা হবে।

ন। চিকিৎসা সমাপ্তির পর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিল দাখিল করতে হবে। বিলম্বে প্রেরিত বিল গ্রহণযোগ্য নহে।

প। এতদসংক্রান্ত CSR এর আওতায় Liver Cirrhosis, Thalassaemia, Asthma, HTN, Vertigo, Rheumatic Fever/ Rheumatoid Arthritis/ক্যান্সার রোগের জন্য রেডিওথেরাপির ব্যয়ভার এবং রক্তের মূল্যসহ অন্যান্য বড় রোগগুলো যা দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) হবে সেক্ষেত্রেও খরচকৃত টাকার ব্যয়ভার বহন করা হবে।

(প্রাধিকারঃ ৬৫তম ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভার কার্য-বিবরণী তারিখ ২৩ এপ্রিল ১৯৯৭ এবং বিওটি মিটিং ৮৫ তারিখ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১২।

২৪। **বিদেশে চিকিৎসার নিয়মাবলীঃ** সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/ অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তাদের পত্নীগণ বিদেশে অসাধারণ (বিশিষ্ট) রোগের চিকিৎসার জন্য সংস্থা হতে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে শৃংখলাজনিত কারণে চাকুরীচ্যুত (Dismissed) সদস্যগণ এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নহে। নিম্নে নিয়মাবলী উল্লেখ করা হলোঃ

ক। যে সমস্ত রোগের চিকিৎসা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল বা দেশে সম্ভব নয় বলে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করবেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রোগী সংস্থার নির্ধারিত বিদেশে চিকিৎসার আবেদনপত্র সংগ্রহপূর্বক সঠিকভাবে পূরণ করে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল এর মাধ্যমে মেডিক্যাল বোর্ডের জন্য সেনাসদর, এজি শাখা, চিকিৎসা পরিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

খ। সেনাসদর, এজি শাখা, চিকিৎসা পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করবেন।

গ। মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক বিদেশে চিকিৎসার সুপারিশ করা হলে ডিএমএস (আর্মি) এর মতামতসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত করে সেনা কল্যাণ সংস্থায় প্রেরণ করবেন। মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক বিদেশে চিকিৎসার সুপারিশ করা না হলে বোর্ড প্রসিডিংসহ আবেদনপত্র সংস্থায় প্রেরণ না করে সরাসরি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

ঘ। সংশ্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র এবং মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ এবং ডিএমএস (আর্মি) এর মতামতের উপর ভিত্তি করে সেনা কল্যাণ সংস্থার মতামত প্রদান সাপেক্ষে সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিষদের নিকট পেশ করবেন।

ঙ। সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিষদ-এর মতামতসহ সভাপতি অছি পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে মঞ্জুরী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় অর্থের চেক সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হবে।

চ। আর্থিক মঞ্জুরীর পর সংশ্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে বিদেশে গমনের পাসপোর্ট, ভিসা ও সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে ভর্তির সম্ভাব্য তারিখ সম্বলিত নথিপত্রসহ সংস্থার কল্যাণ বিভাগে জমা করলে মঞ্জুরীকৃত অর্থ অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

ছ। মঞ্জুরীকৃত টাকা প্রাপ্তির পর বিদেশে চিকিৎসা করে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে খরচকৃত টাকার বিল দাখিল করতে হবে।

জ। মঞ্জুরীকৃত টাকা গ্রহনের পর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিল/ভাউচার দাখিল করতে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঝ। বিদেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাতায়াত বাবদ ব্যয়, হোটেল ভাড়া, খাওয়া এবং সহগামীর (Attendant) জন্য কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে না। সংস্থা কর্তৃক শুধুমাত্র চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা হবে।

ঞ। বিদেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

(প্রাধিকারঃ বিওটি মিটিং ৮৫ তারিখ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং বিওটি মিটিং ১০২ তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০০৬)।

২৫। **সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক যক্ষা রোগের চিকিৎসা প্রদান ঃ** সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের যক্ষা রোগের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা হয়। তবে সিএমএইচ এর মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হবে এবং বিল প্রেরণ করতে হবে।

২৬। **বিশেষ ক্ষেত্রে স্নায়ু ও হৃদরোগের ব্যয়ভার বহনের নিয়মাবলী**। স্নায়ু ও হৃদরোগজনিত রোগের কারণে জরুরী চিকিৎসায় এবং অন্যান্য যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী রোগের চিকিৎসার জন্য নিম্নেবর্ণিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সর্বোচ্চ ২.০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত মঞ্জুরী প্রদান করতে পারবেনঃ

ক। মাননীয় সেনাবাহিনী প্রধান ও চেয়ারম্যান, অছি পরিষদ - সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

খ। এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল ও ভাইস-চেয়ারম্যান, অছি পরিষদ - প্রকৃত খরচের ৫০%।

গ। সুবিধাভোগীগণ সিএমএইচ হতে উক্ত রোগের সুবিধা গ্রহন করতে না পারলে যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা সহ দেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৪৮ ঘন্টা এবং বিদেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৭ দিনের মধ্যে সিএমএইচ কর্তৃপক্ষ/মহাপরিচালক কল্যাণ, সেনা কল্যাণ সংস্থা/নিজস্ব বাহিনীর মহাপরিচালক কল্যাণকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করবেন।

ঘ। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যথাযথ নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ। উপরোক্ত পদ্ধতি চেয়ারম্যান, অছি পরিষদ এবং ভাইস চেয়ারম্যান, অছি পরিষদ-এর অনুমোদনক্রমে কার্যক্রম গৃহীত হবে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/মৃত সদস্যের অসহায় পত্নীদের দুঃস্থ ভাতা

২৭। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/মৃত সদস্যের বিধবা পত্নীগণের মধ্যে যারা অসহায় ও দুঃস্থ এবং অপরের কৃপায় জীবন যাপন করছেন তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে, যা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বয়স্ক ভাতার অনুরূপ। আবেদনের নিয়মাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, জেসিও, ওআর এবং এনসি(ই)দের অসহায় ও দুঃস্থ বিধবা পত্নীগণ।

খ। শহীদ/মৃত অফিসার, জেসিও, ওআর, এমওডিসি এবং এনসি(ই)দের অসহায় ও দুঃস্থ পত্নীগণ।

গ। প্রাক্তন বৃটিশ এবং পাক-ভারতীয় মৃত সৈনিকদের দুঃস্থ পত্নীগণ।

ঘ। কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকগণই অসহায় ও দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য।

২৮। **নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য নহে**।

ক। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী হতে চাকুরীচ্যুত (Dismissed) সদস্যদের পত্নীগণ।

খ। প্রাক্তন রিক্রুটদের পত্নীগণ।

গ। উপার্জনশীল পত্নীগণ।

ঘ। বর্তমানে যারা বয়স্ক ভাতা বা অনুরূপ কোন ভাতা পাচ্ছেন।

২৯। **আবেদনপত্র**। সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত আবেদনপত্র পেনশন/ডিসচার্জ বহি প্রদর্শন পূর্বক বিনামূল্যে সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণ ডিভিশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড অথবা রেকর্ডস অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে।

৩০। <u>আবেদন করার নিয়মাবলী</u>।

ক। আবেদনকারিনী আবেদনপত্রের ১ম পরিচ্ছেদ সঠিকভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট সনদপত্রসহ ২য় পরিচ্ছেদ পূরণের জন্য নিজস্ব জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডে দাখিল করবেন।

খ। জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড আবেদনকারিনীর প্রদত্ত তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট সনদপত্রের সত্যতা যাচাই পূর্বক মতামতসহ ২য় পরিচ্ছেদ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসে প্রেরণ করবেন।

গ। সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলোর তথ্য, সনদপত্র এবং রেকর্ডস অফিসে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী পরীক্ষা/নিরীক্ষা করে প্রকৃত অসহায় ও দুঃস্থ পত্নীদের নির্ধারণ পূর্বক মতামতসহ ৩য় পরিচ্ছেদে ওআইসি (অফিসার-ইন-চার্জ) রেকর্ডস কর্তৃক স্বাক্ষর করবেন।

৩১। <u>যাচাই</u>। সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস আবেদনকারীর নিম্নলিখিত দলিলপত্র যাচাই করবেনঃ

ক। আবেদনকারিনী সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/মৃত সৈনিকের প্রকৃত স্ত্রী কিনা তা রেকর্ডস অফিসে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ-এর মাধ্যমে যাচাই করা।

খ। প্রাক্তন/শহীদ/মৃত সৈনিকের স্ত্রী হিসেবে পেনশন পাচ্ছেন/পেনশন প্রাপ্য নহেন তা যাচাই করা।

গ। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারিনী পুনঃবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি এ মর্মে প্রদত্ত সনদপত্র অনুযায়ী যাচাই করা।

ঘ। প্রদত্ত সনদপত্র যাচাই করে দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য কিনা নিরূপণ করা।

দ্রষ্টব্যঃ উপরোক্ত তথ্যাদি যাচাই সত্ত্বেও ভাতা মঞ্জুরী কমিটির আবেদনপত্র চূড়ান্ত যাচাই করার অধিকার রয়েছে।

৩২। <u>দুঃস্থ ভাতার বাৎসরিক হার</u>। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বয়স্ক ভাতার অনুরূপ বাৎসরিক জনপ্রতি ৯,০০০.০০ (নয় হাজার) টাকা এবং ষ্টেশনারী ও ডাক মাশুল বাবদ এককালীন ১০০.০০ (একশত) টাকা মঞ্জুরী প্রদান।

৩৩। <u>দুঃস্থ ভাতা প্রেরণ পদ্ধতি</u>। মঞ্জুরীকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস কর্তৃক নিরূপণ পদ্ধতিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন (বৎসর গণনা-জুলাই হতে জুন)ঃ

ক। মঞ্জুরীপ্রাপ্ত অসহায় ও দুঃস্থ বিধবাদের নামে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে প্রেরণ।

খ। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারিনী যে ব্যাংক হতে পেনশন উত্তোলন করেন সেই ব্যাংকের হিসাবের অনুকূলে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে প্রেরণ।

৩৪। <u>দুঃস্থ ভাতা নবায়ন পদ্ধতি</u>। দুঃস্থ ভাতা মঞ্জুরী প্রাপ্তদের পুনরায় পরবর্তী বৎসরের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নেই। উক্ত ভাতা নবায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুনঃবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি এ মর্মে পৌর/ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র অবশ্যই প্রতি বৎসর ৩১ মার্চ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

৩৫। <u>প্রাপ্তি স্বীকার</u>। প্রত্যেক দুঃস্থ ভাতাভোগীকে টাকা প্রাপ্তির পর ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অবশ্যই প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে।

৩৬। <u>দুঃস্থ ভাতা বাজেয়াপ্তকরণ</u>। দুঃস্থ ভাতাভোগী যদি আবেদনপত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল তথ্য বা প্রদত্ত সনদপত্র মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আবেদনপত্র বাতিলসহ মঞ্জুরী কমিটি কর্তৃক দুঃস্থ ভাতা বাতিল/বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।
বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত যে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম, ওভাররাইটিং,ঘষামাজা, ছেড়া অথবা অসম্পূর্ন আবেদনপত্র মঞ্জুরী কমিটি বাতিল করতে পারবেন

(প্রাধিকারঃ টোকপত্র নং এসকেএস/২৫৪/কল্যাণ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ এবং বিওটি মিটিং ১০৭ তারিখ ০৬ মে ২০১৯)।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা

৩৭। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে যাদের বয়স ৭০ বা তদুর্ধ্ব (শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় যুদ্ধাহত এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৬৫ বৎসর শিথিলযোগ্য) তাদেরকে বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা প্রদান করা হবে।

৩৮। নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ঃ

ক। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার/জেসিও/ওআর/এমওডিসি এবং এনসি(ই)গণ।

খ। প্রাক্তন বৃটিশ সৈনিকগণ।

গ। কেবলমাত্র বাংলাদেশী নাগরিকগণই বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা পাওয়ার যোগ্য।

৩৯। নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা পাওয়ার যোগ্য নহে ঃ

ক। সশস্ত্র বাহিনী হতে চাকুরীচ্যুত (Dismissed) সদস্যগণ।

খ। সশস্ত্র বাহিনী হতে রিক্রুট অবস্থায় অব্যাহতি প্রাপ্ত সদস্যগণ।

গ। বিজিবি, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি এবং অন্যান্য বেসামরিক সদস্যগণ।

ঘ। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পত্নী, সন্তান ও নির্ভরশীল পোষ্যগণ।

৪০। **আবেদনপত্র**। সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত আবেদনপত্র পেনশন/ডিসচার্জ বহি প্রদর্শনপূর্বক বিনামূল্যে সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণ ডিভিশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড অথবা রেকর্ডস অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে।

৪১। **আবেদন করার নিয়মাবলী**।

ক। আবেদনকারী আবেদনপত্রের ১ম পরিচ্ছেদ সঠিকভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট সনদপত্রসহ ২য় পরিচ্ছেদ পূরণের জন্য ১৫ অক্টোবর তারিখের মধ্যে সরাসরি সংশ্লিষ্ট রেক্র্ডস অফিসে দাখিল করবেন।

খ। সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসসমূহ প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলোর তথ্য, সনদপত্র এবং রেকর্ডস অফিসে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী পরীক্ষা/নিরীক্ষা করে মতামতসহ ৩য় পরিচ্ছেদ ওআইসি (অফিসার-ইন-চার্জ) রেকর্ডস কর্তৃক স্বাক্ষর করবেন এবং ৩১ ডিসেম্বর এর পূর্বে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদন/মঞ্জুরীর জন্য উপস্থাপন করবেন।

৪২। **যাচাই**। সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস আবেদনকারীর নিম্নলিখিত দলিলপত্র যাচাই করবেনঃ

ক। আবেদনকারী প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার/সৈনিক কিনা।

খ। ডিসচার্জ বহি/দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী জন্ম তারিখ সঠিক কিনা। বয়সের ক্ষেত্রে হলফনামা (Affidavit) গ্রহণযোগ্য নহে।

গ। প্রদত্ত সনদপত্র যাচাই করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা পাওয়ার যোগ্য কিনা।

৪৩। **বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতার মাসিক হার**। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতার মাসিক হার পদবী অনুযায়ী নিম্নরূপ হবে। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতার বাৎসরিক টাকা একত্রে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর রেকর্ড অফিস হতে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে ভাতাভোগীর ঠিকানায় প্রেরণ করা হবেঃ

ক্রমিক	পদবী	মাসিক হার	বাৎসরিক মোট
ক।	অফিসার	১০০০.০০	১২,০০০.০০
খ।	জেসিও	৭০০.০০	৮,৪০০.০০
গ।	অন্যান্য পদবী	৫০০.০০	৬০০০.০০

৪৪। **বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা প্রেরণ পদ্ধতি**। মঞ্জুরীকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস কর্তৃক নিম্নরূপ পদ্ধতিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন (আর্থিক বৎসর - জুলাই হতে জুন)ঃ

ক। মঞ্জুরী প্রাপ্ত বয়োজ্যেষ্ঠদের নামে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে প্রেরণ।

খ। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী যে ব্যাংক হতে পেনশন উত্তোলন করেন, সেই ব্যাংকের হিসাবের অনুকূলে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে প্রেরণ। পেনশনার না হলে বা ব্যাংক একাউন্ট না থাকলে আবেদনকারীকে যে কোন ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে হবে।

৪৫। **বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা নবায়নের পদ্ধতি**। বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা মঞ্জুরী প্রাপ্তদের পুনরায় পরবর্তী বৎসরের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নেই। প্রাথমিকভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা প্রাপ্তির পর অনুরূপ ভাতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে স্থানীয় ইউনিয়ন/পৌর/সিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান/জেলা সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড/সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসার/গেজেটেড অফিসার-এর নিকট হতে জীবিত থাকার সনদপত্র সংগ্রহক্রমে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসে প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস ভাতা নবায়নের জন্য প্রাপ্ত সনদপত্রসমূহ যাচাইক্রমে নির্ধারিত সময়ে মঞ্জুরী কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন।

৪৬। **প্রাপ্তি স্বীকার**। প্রত্যেক বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতাভোগীকে টাকা প্রাপ্তির পর ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অবশ্যই প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে।

৪৭। **বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা বাজেয়াপ্ত করণ**। কমিটি কর্তৃক বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা মঞ্জুরী/অনুমোদনের পর মঞ্জুরীকৃত অর্থের চেক প্রাপ্তির পূর্বেই কোন ভাতাভোগী মৃত্যুবরণ করলে মঞ্জুরীকৃত ভাতা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং মঞ্জুরীকৃত অর্থ উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা যাবে না।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত যে কোন নিয়মের ব্যত্যিক্রম, ওভার-রাইটিং/কাটাকাটি/ছেঁড়া অথবা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র মঞ্জুরী কমিটি বাতিল করতে পারবেন (প্রাধিকারঃ বিওটি নং-৭৩, তারিখ ১৯ আগস্ট ২০০৮ইং)।

সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিশ্রামাগার

৪৮। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের সুবিধার্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে সেনা কল্যাণ সংস্থার বিশ্রামাগার স্থাপন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুযায়ী সংস্থার বিশ্রামাগার পরিচালিত হবেঃ

ক। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ বিশ্রামাগারে অবস্থান করতে পারবেন।

খ। কোন অবস্থাতেই সশস্ত্র বাহিনীর কোন মহিলা সদস্য বা প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পরিবারবর্গ বিশ্রামাগারে অবস্থান করতে পারবেন না।

গ। কোন ব্যক্তি মাসে সর্বোচ্চ ৭ দিন এবং বৎসরে সর্বমোট ৩০ দিন অবস্থান করতে পারবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে মাসে ৭ দিনের বেশি প্রয়োজন হলে অবস্থানকারীকে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

ঘ। সশস্ত্রবাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ বিশ্রামাগারে অবস্থানের জন্য ৫টি বিশ্রামাগারকে নিম্নলিখিত হারে ভাড়া প্রদান করবেনঃ

(১) ঢাকা বিশ্রামাগার

ক্রমিক	পদবী	বিবরণ	ভাড়ার পরিমাণ	মন্তব্য
(ক)	অফিসার	ফ্যামিলি বেড, সংযুক্ত বাথরুম	৩০০.০০	প্রতিদিন
		সিঙ্গেল বেড	২০০.০০	প্রতিদিন
(খ)	জেসিও'স	সিঙ্গেল বেড	৬০.০০	প্রতিদিন
(গ)	অন্যান্য পদবী	সিঙ্গেল বেড	৩০.০০	প্রতিদিন

(২) চট্টগ্রাম বিশ্রামাগার

ক্রমিক	পদবী	বিবরণ	ভাড়ার পরিমাণ	মন্তব্য
(ক)	অফিসার	বড় ডাবল বেড	৫০০.০০	প্রতিদিন
		সেমি ডাবল বেড	৪০০.০০	প্রতিদিন
(খ)	জেসিও	সিঙ্গেল বেড	৬০.০০	প্রতিদিন
(গ)	অন্যান্য পদবী	সিঙ্গেল বেড	৩০.০০	প্রতিদিন

(৩) রাজশাহী বিশ্রামাগার

ক্রমিক	পদবী	বিবরণ	ভাড়ার পরিমাণ	মন্তব্য
ক।	জেসিও	সিঙ্গেল বেড	৬০.০০	প্রতিদিন
খ।	অন্যান্য পদবী	সিঙ্গেল বেড	৩০.০০	প্রতিদিন

ঙ। অবস্থানকারীগণ বিশ্রামাগারের সুপারভাইজারের নিকট তাদের নিজ নিজ অবসরপ্রাপ্তির সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে অবস্থান করতে পারবেন।

চ। অবস্থানকারীকে সুপারভাইজার-এর নিকট রক্ষিত রেজিষ্টারে তার ব্যক্তিগত বিবরণ সহ অবস্থানের প্রারম্ভিক সময় ও তারিখ উল্লেখ করে স্বাক্ষর করতে হবে এবং রশিদের মাধ্যমে অগ্রিম ভাড়া প্রদান করতে হবে।

ছ। বিশ্রামাগার ত্যাগের প্রাক্কালে অবস্থানকারীকে উল্লেখিত রেজিষ্টারে বিশ্রামাগার ত্যাগের সময় ও তারিখ উল্লেখ করে স্বাক্ষর করতে হবে।

জ। অবস্থানকারী বিশ্রামাগারে অবস্থান করার সময় যে সমস্ত আসবাবপত্র ও বিছানাপত্র ব্যবহার করবেন সেগুলো সুপারভাইজার-এর নিকট হতে বুঝে নিয়ে স্বাক্ষর করবেন এবং বিশ্রামাগার ত্যাগের সময় পুনরায় সুপারভাইজার-এর নিকট হস্তান্তর করবেন। কোন জিনিসের ক্ষয়ক্ষতি হলে অবস্থানকারী দায়ী থাকবেন এবং বিশ্রামাগার ত্যাগের পূর্বে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে যাবেন।

ঝ। রাত ১১ টার পর কোন লোক বিশ্রামাগারে যাতায়াত করতে পারবেন না।

ঞ। বাহিরের কোন ব্যক্তিকে বিশ্রামাগারে অবস্থানকারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয় না।

ট। বিশ্রামাগারে কোন সভা সমিতি করা যাবে না এবং কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র অথবা মারাত্মক কোন অস্ত্র নিয়ে বিশ্রামাগারে প্রবেশ করা যাবে না।

ঠ। কোন অবস্থানকারী বিশ্রামাগারে মাদক দ্রব্য সেবন বা নেশা জাতীয় পানীয় পান করতে পারবেন না। অবস্থানকারী বিশ্রামাগারের নিয়ম লংঘন বা অসদাচরণ করলে তাকে বিশ্রামাগার হতে বহিষ্কার করা হবে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতের জন্য তার বিশ্রামাগার ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবেন।

ড। অবস্থানকারীর ব্যক্তিগত জিনিষপত্র তার নিজের দায়িত্বে রাখবেন। ব্যক্তিগত কোন জিনিস চুরি বা হারিয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

ঢ। বিশ্রামাগারে সকল প্রকার রান্না বান্না নিষিদ্ধ। নিজ নিজ দায়িত্বে বাহিরের হোটেল/রেস্তোরায় খাওয়া-দাওয়া করবেন।

ণ। বিশ্রামাগারের সুপারভাইজার-এর সাথে কোন তর্ক/বিতর্ক করা যাবে না। বিশ্রামাগারের কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সরাসরি উপ-মহাব্যবস্থাপক রিয়েল এষ্টেট ডিভিশন/দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার-এর নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

সিএসআর ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান

৪৯। **সিএসআর ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান**। এ ফান্ড হতে বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, মানসিক প্রতিবন্ধী, এসিড আক্রান্ত ব্যক্তি, অন্ধ ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এ ফান্ড হতে সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সেনানিবাসে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রয়াস স্কুলের জন্য এ ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ডিএএসবি সমূহে ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা

৫০। **ডিএএসবি সমূহে ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা।** সশস্ত্রবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহের নিমিত্তে এ পর্যন্ত জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড এবং সিএমএইচসমূহে ২৯টি মেডিক্যাল ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সকল ডিসপেনসারীসমূহে একজন করে ডাক্তার ও প্যারামেডিক রয়েছেন। তারা উক্ত জেলাসমূহের আশেপাশের এলাকাসমূহ হতে আগত সশস্ত্রবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তাদের স্ত্রীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ দিয়ে থাকেন। পর্যায়ক্রমে প্রায় সকল জেলাসমূহে এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়া হবে।

৫১। **জরুরী মেডিকেল সার্ভিসেস সেন্টার প্রতিষ্ঠা**। সশস্ত্র বাহিনী অবসরপ্রাপ্ত অফিসার্স এবং তাদের স্ত্রীদেরকে জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ডিওএইচএস সমূহে ৪টি "জরুরী মেডিকেল সার্ভিসেস সেন্টার" (মিরপুর, বনানী, মহাখালী ও বারিধারা) ২০১৯ সালের জুলাই মাস থেকে চালু করা হয়েছে। উক্ত মেডিকেল সেন্টারে কর্মরত মেডিকেল এ্যাসিসটেন্টদের বেতন ভাতা সেনা কল্যাণ সংস্থা হতে প্রদান করা হয়।

শান্তি নিবাস (Home of Peace) নিমার্ণ ও পরিচালনা

৫২। **শান্তি নিবাস (Home of Peace) নিমার্ণ** । হতঃদরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীন অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য রংপুর সেনানিবাসে একটি শান্তি নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত শান্তি নিবাসে একত্রে প্রায় ১০০ জন লোক থাকতে পারবেন এবং সেখানে তাদেরকে বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

৫৩। **কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক ১৯৭২ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট খরচ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ**

খরচের খাত	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি)
শিক্ষামূলক বৃত্তি	৫,৮৭,০৪৫	৮৪.০১ কোটি
চিকিৎসা সহায়তা	৫৪,৩৭৯	৮৫.৫৬ কোটি
বিশ্রামাগার	২,৭০,৯৬৬	৯.১৩ কোটি
দুঃস্থ ভাতা	১,৪২,১৪৩	৬২.৬৬ কোটি
বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা	৫৬,২৫২	৪১.২৭ কোটি
প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা তহবিল (চেয়ারম্যান এর বিবেচনা তহবিল)	১৬	০.১৬ লক্ষ
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের গৃহ নির্মাণ অনুদান	০৬	০.২৫ লক্ষ
সিএসআর ফান্ড এবং অন্যান্য	৬৪৩	২৪.৪২ কোটি
শান্তি নিবাস (Home of Peace), রংপুর		১৪.৪০ কোটি
২৯ বিএএসবি ডিসপেন্সারী ফান্ড	৪,১৭৭৯৮	১৭.১০ কোটি
জলসিড়ি আবাসিক প্রকল্প অফিসার্স	-	৫.০০ কোটি
থোক বরাদ্দ	-	১৫.০০ কোটি
মোট	১৫,২৯,২৪৮	৩৫৮.৯৬ কোটি

৫৪। **উপসংহার**। বাংলাদেশ গেজেটের পার্ট-**VII** তারিখ ২১ আগস্ট ১৯৮০ ইং মোতাবেক সংস্থার অছি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কল্যাণ বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। দিন দিনই অত্র সংস্থার সেবা ও কল্যাণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে সংস্থার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে কল্যাণ কার্যক্রমের পরিধি আরও বৃদ্ধি করা হবে ইনশাহ্-আল্লাহ্।